দশম অধ্যায়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ রাশেদুল ইসলাম একটি এনজিও-তে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানটির অধীনে তিনি একটি প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। এতে এলাকার দরিদ্র লোকদের আয় বাড়ছে। তিনি সেখানে কিছু নলকূপ স্থাপন করায় জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। তিনি উক্ত এলাকায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেও কাজ করে যাচ্ছেন। ◀*শিখনফল-২ ও ৩*

ক. কত সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে সবার অংশীদারিত্ব প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত কোন বিষয়টি অর্জিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকার উন্নয়নে রাশেদুল ইসলাম উক্ত বিষয়ের আর কোন কোন লক্ষ্যের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে।

খ সবার অংশীদারিত্ব ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হয় না বলে টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

অংশীদারিত্ব হলো কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমে যার যা দায়িত্ব ও কর্তব্য তা পালন করা। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। কাউকে বাদ দিয়ে বা পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না। এজন্য টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হচ্ছে।

বিশ্বের সার্বিক ও সর্বজনীন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' ঘোষণা করেছে। এর লক্ষ্যমাত্রা হলো ১৭টি, যার মধ্যে অন্যতম হলো দারিদ্র্য বিলোপ করা, ক্ষুধামুক্তি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে এ লক্ষ্যগুলোই অর্জিত হচ্ছে।

উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলাম একটি এনজিও-এর অধীনে একটি প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। এর ফলে সেই এলাকার দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর হচ্ছে। তিনি ঐ এলাকায় নলকূপ স্থাপন করায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন। উদ্দীপকে অর্জিত হওয়া এই বিষয়গুলো জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর অন্যতম লক্ষ্য। তাই বলা যায়, রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকার উন্নয়নে রাশেদুল ইসলাম উক্ত বিষয়ের অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, অসমতা হ্রাস, অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি লক্ষ্যের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হলো বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘ ঘোষিত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। এতে ১৭টি লক্ষ্য রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধা মুক্তি, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও ঐ এলাকার উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর আরও কিছু লক্ষ্য পূরণে তিনি কাজ করতে পারেন।

তিনি ঐ এলাকায় মানুষের জন্য গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। ঐ এলাকার নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এলাকার মানুষের মাঝে বিদ্যমান অসমতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। তাদের দূষণমুক্ত ও সাশ্রয়ী জ্বালানি ব্যবহার, পরিমিত ভোগ ও বিভিন্ন উৎপাদন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে কাজ করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও রাশেদুল ইসলাম এসডিজি-এর বাকী লক্ষ্যগুলো অর্জনে কাজ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶২ ট্যানারির তরল বর্জ্যে বিষাক্ত এখন সাভারের চামড়া শিল্প এলাকা। এছাড়া ট্যানারির বর্জ্য মিশছে ধলেশ্বরী নদীর পানিতে। চামড়া পরিশোধনের কেমিক্যালযুক্ত পানি নদীতে ফেলার কারণে পানিতে দুর্গন্ধ হচ্ছে। এ দুর্গন্ধে এলাকার মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের শরীরে নানা ধরনের রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নদীর পানির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যাচ্ছে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ◀*শিখনফল-২*

ক. মূলত কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে এসডিজির উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? ১

খ. পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা টেকসই উন্নয়নে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি জাতিসংঘের কোন কার্যক্রম সফল করার পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে উদ্দীপকের বিষয়টিই একমাত্র অন্তরায়? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলত সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এসডিজি উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

খ পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা টেকসই উন্নয়নে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বলতে পারস্পরিক অসহযোগিতার নীতিকে বোঝায়। এ বিষয়টি সমাজের এক অংশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলেও বাকি অংশ উন্নয়ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আর টেকসই উন্নয়ন কারও একার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক না থাকলে উন্নয়ন অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়বে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কার্যক্রম সফল করার পথে বাধাস্বরূপ।

বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ এসডিজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রম ১৭টি অভীষ্ট পূরণে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ অভীষ্টগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়নের স্বার্থে হাতে নেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের বিষয়টি এ উন্নয়নের পথে অন্তরায়।

উদ্দীপকে সাভারের চামড়া শিল্পের কথা বলা হয়েছে। যার বিষাক্ত বর্জ্য এ এলাকার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। পানি ও বায়ু দূষণের ফলে নদীর মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের শরীরেও নানা ধরনের রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়টি পরিবেশকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের তিনটি ক্ষেত্রের একটি হলো পরিবেশ। এই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যই এসডিজিতে নিরাপদ পানি, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, জলজ ও স্থলজ জীবন রক্ষা ইত্যাদি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এগুলো সফল করার জন্য আমাদের সব কার্যক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে পানি, বায়ু, মাটি, গাছ-পালা, জলজ ও স্থলজ সকল প্রাণী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পায়।

ঘ না, উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উদ্দীপকের বিষয়টি একমাত্র অন্তরায় নয়।

উদ্দীপকে শুধু পরিবেশ দূষণের বিষয়টিকে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি ছাড়াও এসডিজি অর্জনে আমাদেরকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বেশকিছু বাধা রয়েছে। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ ভূমি, নদী, বন এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দখল করে অপরিমিত সম্পদশালী হচ্ছে। অন্যদিকে দরিদ্রদের আয় কমে সম্পদের অসম বণ্টন ও বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করছে।

পাশাপাশি পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা টেকসই উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়টি সমাজের এক অংশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলেও বাকি অংশ উন্নয়ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আর টেকসই উন্নয়ন কারও একার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক না থাকলে উন্নয়ন ধীরগতির হয়ে পড়বে। এছাড়াও জেন্ডার ও অঞ্চল বৈষম্য, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রভৃতিও বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে অন্যতম বাধা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এসডিজি অর্জনে উদ্দীপকের বিষয়টি অর্থাৎ পরিবেশ দূষণই একমাত্র বাধা নয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ বিদেশ ফেরত আশরাফুর রহমান নিজ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে এলাকায় প্রবেশ করে তিনি যেখানে-সেখানে গৃহস্থালির ব্যবহার্য পচনশীল বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি এগুলোকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এলাকার মানুষ কাঁচামাল সরবরাহ থেকে শুরু করে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের সব কাজে তাকে সাহায্য করে। এতে ঐ এলাকা পরিবেশ দূষণ থেকে যেমন রক্ষা পায় তেমনি নবায়নযোগ্য জ্বালানি পেয়ে এলাকার মানুষ বেশ উপকৃত হলো। *◀ শিখনফল-১*

ক. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ? ১
খ. অংশীজন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আশরাফুর রহমানের কাজ এবং এ কাজটি বাস্তবায়ন এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এসডিজির কোন অভীষ্টটি অর্জনের প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এসডিজির সামগ্রিক সফলতার জন্য উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের উদ্যোগ।

খ উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীকে অংশীজন বলা হয়।

এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে যারা উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং এর সুফল ভোগ করে তারা অংশীজনের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাদেরকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অংশীদারিত্ব বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।

ঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৪ বিশ্বের সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদি এ ঘোষণায় ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের সব দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। *◀ শিখনফল-১ ও ২*

ক. SDG এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. অংশীদারিত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্জনে বাংলাদেশ কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SDG এর পূর্ণরূপ হলো- Sustainable Development Goals।

খ অংশীদারিত্ব হলো কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমে যার যা দায়িত্ব ও কর্তব্য তা পালন করা।

সবার অংশীদারিত্ব ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হয় না বলে টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। কাউকে বাদ দিয়ে বা পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে ফলপ্রসূ এবং স্থায়ী হবে না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৫ সম্প্রতি ফাহাদ গ্রুপের মালিকপক্ষ অফিসে মহিলাদের যথার্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করেছে। এ কারণে এ অফিসের কর্মচারী সাহারা বেগম চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা আর ভাবছেন না। বরং মনোরম ও অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তিনি কাজে সময় অনেক বেশি দিচ্ছেন। এতে মালিকপক্ষ খুশি হয়ে তার বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ অফিসেরই আর এক কর্মচারী নীলিমা বিষয়টিকে নেতিবাচক ভাবছেন। তিনি কাজের অনুকূল পরিবেশ পেয়েও নিজের ও অফিসের ভাগ্য উন্নয়নে কোনো কাজ করছেন না। *◀ শিখনফল-১ ও ২*

ক. বাংলাদেশের জন্য কোন বিশেষ দিকটি অর্জন করা অতি জরুরি? ১

খ. অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কাকে যথার্থ অংশীজন বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নীলিমার কর্মকাণ্ড সামাগ্রিক এসডিজি অর্জনে অন্তরায়'— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন ▶৬ কৃষক জমির আলী কৃষি অফিস থেকে পরিবেশবান্ধব এক ধরনের সার এনে জমিতে ব্যবহার করেন। ব্যবহারের সময় তিনি খেয়াল রাখেন মাত্রাতিরিক্ত সার যাতে জমিতে দেওয়া না হয়। গরিব হলেও মেয়েদেরকে তিনি পড়াশোনা করিয়ে ভালো চাকরি করার সুযোগ দিয়েছেন। তার এ কাজ একটি বিশেষ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহায়ক বলে চেয়ারম্যান সাদেকুর রহমান মন্তব্য করেন। তার মতে, এ পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ নিরাপদ, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। *◀ শিখনফল-১ ও ২*

ক. কোন দেশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল বলা হয়? ১

খ. এসডিজির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কৃষক জমিরের কাজ কোন বিশেষ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদেকুর রহমানের শেষ মতটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

প্রশ্ন ▶৭ ঢাকা শহরে প্রতিদিন অসংখ্য বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার ইত্যাদি চলাচল করে। জীবাশ্ম জ্বালানির মাধ্যমে চালিত এসব যানবাহনের কালো ধোঁয়া প্রতিনিয়ত ঢাকার বাতাস ভারি করে তুলছে। এ শহরের অসচেতন মানুষগুলো যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলছে। সেই সাথে কলকারখানার কালো ধোঁয়া তো আছেই। এছাড়া এ শহরের জলাশয়গুলো ব্যবহার উপযোগী নেই বললেই চলে। ময়লা আর্বজনা আর কলকারখানার বর্জ্য মিশে পানি দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। *◀ শিখনফল-২*

ক. পৃথিবীর কয়টি দেশ এসডিজি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ? ১

খ. সম্পদের বৈষম্য সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ২

গ. উদ্দীপকটি এসডিজি অর্জনের কোন চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৮ বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত একটি সংস্থা এদেশে একট প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বেকার যুবকদের টেইলারিং, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগির পালনের উন্নত পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর একটি সংগঠিত দল দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি, পয়নিঃষ্কাশনের নিরাপদ ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। *◀ শিখনফল-২*

ক. বাংলাদেশ কত সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে? ১

খ. এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশ ও চীনের সমন্বিত সংস্থা এসডিজি অর্জনের কোন করণীয়টি বাস্তবায়ন করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংগঠিত দলের কাজটি টেকসই উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারবে কি? মতামত দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. জাতিসংঘ কোন ধরনের সংস্থা?
ক আঞ্চলিক সংস্থা
খ আন্তর্জাতিক সংস্থা
গ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা

২. কোন সংস্থা এসডিজি নির্ধারণ করেছে?
ক সার্ক খ ও আই সি
গ জাতিসংঘ ঘ কমনওয়েলথ

৩. অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য কী?
ক ব্যক্তিগত উপকারিতা
খ দলীয় উপকারিতা
গ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপকারিতা
ঘ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উপকারিতা

৪. সিনথিয়ার দেশ ইংল্যান্ড জাতিসংঘ নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কাজ করছে। এ অভীষ্ট অর্জনের ফলাফল কী হবে?
ক তার দেশে সীমাবদ্ধ থাকবে
খ তার দেশে সীমাবদ্ধ থাকবে না
গ জনগণ লাভবান হবে
ঘ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে

৫. টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অভীষ্ট কী?
ক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
খ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন
গ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি
ঘ সাংস্কৃতিক সহযোগিতা হ্রাস

৬. উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে?
ক অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে
খ উন্নয়নের সুফল ভোগের মাধ্যমে
গ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে
ঘ ব্যক্তিগত লাভে কাজ করার মাধ্যমে

৭. এসডিজি কাদের জন্য প্রযোজ্য?
ক দরিদ্র খ বিত্তবান
গ নিম্নশ্রেণির মানুষ ঘ সবার জন্য

৮. এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য হলো—
i. দারিদ্র্য নিরসন
ii. জেন্ডার সমতা
iii. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. এসডিজি বাস্তবায়ন করা জরুরি কেন?
ক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন স্থায়ী করতে
খ পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায়
গ সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য
ঘ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য

১০. টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির ফলাফল কোনটি?
ক সেবার মান বৃদ্ধি
খ বনজ সম্পদ বৃদ্ধি
গ কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি
ঘ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস

১১. এসডিজি এর মূল উদ্দেশ্য কী?
ক দারিদ্র্য বিমোচন
খ জেন্ডার সমতা
গ অসমতা হ্রাস
ঘ বিশ্বের সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ

১২. এসডিজি অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে?
ক দারিদ্র্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য
খ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ
গ অবকাঠামোগত দুর্বলতা
ঘ দারিদ্র্য ও সম্পদ বৈষম্য

১৩. পৃথিবীর সচেতন মানুষেরা শঙ্কিত কেন?
ক অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে
খ জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ায়
গ সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ায়
ঘ ভোগ বৈষম্য বেড়ে যাওয়ায়

১৪. জাতিসংঘ পৃথিবীর সব দেশের জন্য কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে যা অর্জন করতে পারলে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাস পাবে। জাতিসংঘ ঘোষিত এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে কী বলা হয়?
ক ভিশন-২০২১
খ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
গ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভীষ্ট

১৫. বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রধান সুফল কী হতে পারে?
ক নারী নির্যাতন হ্রাস
খ দারিদ্র্য বিমোচন
গ নারীর ক্ষমতায়ন
ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

১৬. আমরা কীভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারব?
ক এমডিজি অর্জনের মাধ্যমে
খ এলডিসি অর্জনের মাধ্যমে
গ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে
ঘ এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে

১৭. সুজনের ঘরবাড়ি না থাকায় ঢাকায় বস্তিতে বাস করছে। বাংলাদেশ কোনটি অর্জনের মাধ্যমে সুজনের মতো মানুষের সমস্যা দূর করতে পারে?
ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য খ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
গ ভিশন-২০২১ ঘ লক্ষ্যমাত্রা-২০২১

১৮. SDG এর পূর্ণরূপ কী?
ক Suitable Development Goals
খ Sustained Development Goals
গ Sustainable Developing Goals
ঘ Sustainable Development Goals

১৯. এমডিজি এর বাংলা পূর্ণরূপ কী?
ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
খ বহুমুখী উন্নয়ন লক্ষ্য
গ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
ঘ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য

২০. বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে—
i. অর্থনৈতিক বিবেচনায়
ii. সামাজিক সূচকে
iii. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জগুলো হলো—
i. সম্পদ বৈষম্য ও দারিদ্র্য
ii. পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা
iii. সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. নিচের কোনটিকে টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় বলা হয়?
ক পারিবারিক সম্প্রীতি
খ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
গ পরিবেশ সংরক্ষণ
ঘ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

২৩. একটানা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় কোন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়?
ক রাস্তায় নৌকা চলে
খ রাস্তা-ঘাটের ক্ষতি হয়
গ সভা-সমাবেশ বৃদ্ধি পায়
ঘ খাবারের দাম বেড়ে যায়

২৪. বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন খাতকে প্রাধান্য দিতে হবে?
ক গ্রামীণ অ-কৃষি খাতকে
খ দলীয় কার্যক্রমকে
গ অবকাঠামোগত উন্নয়নকে
ঘ পরিবেশ সংরক্ষণকে

২৫. বাংলাদেশ কত সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী?
ক ২০৪০ খ ২০৪১
গ ২০৪২ ঘ ২০৫০

২৬. নিচের কোনটিকে তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহারের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
ক পূর্ব সতর্কতা না থাকা
খ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা
গ তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি
ঘ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

২৭. আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সুসংহত করতে নিচের কোনটির ভূমিকা অপরিসীম?
ক সার্বিক সক্ষমতা অর্জন
খ মানবসম্পদ উন্নয়ন
গ বৈদেশিক সাহায্য
ঘ মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস

২৮. সাধারণ মানুষের জন্য নিশ্চিত করতে হবে—
i. ব্যাপক কর্মসংস্থান
ii. সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি
iii. অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কবিরদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। কিছুদিন আগে তাদের এলাকার চেয়ারম্যান সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি এলাকায় একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিয়েছেন।

২৯. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কাজ জাতিসংঘ ঘোষিত কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে?
ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
খ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
গ সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প
ঘ মানবাধিকার সনদ

৩০. এ বিষয়টি অর্জনে প্রয়োজন—
i. সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের অংশীদারিত্ব
ii. তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
iii. সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১▶
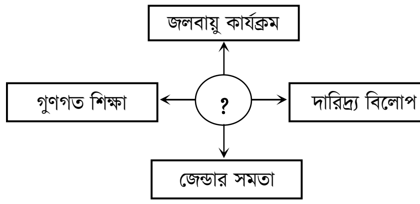

ক. অংশীজন কারা? ১
খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জাতীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. ছকচিত্রে "?" চিহ্ন দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী সুফল পেতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

২▶

ক. টেকসই উন্নয়নের কয়টি অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে? ১
খ. সমাজের সব স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাসের জন্য কী করা প্রয়োজন? ২
গ. চিত্রের প্রশ্ন চিহ্নিত স্থান কী নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত নির্দেশিত বিষয়টি এসডিজি অর্জনের মূল নিয়ামক— মতটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩▶

ক	খ
১. বন্যা	১. মৌলিক চাহিদা পূরন হবে।
২. খরা	২. দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কোঠায় আসবে।
৩. জলোচ্ছ্বাস	৩. নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।
৪. ঘূর্ণিঝড়	৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।
৫. নদীভাঙন	৫. বেঁচে থাকার নিরাপদ পরিবেশ তৈরি হবে।

ক. কোন বিষয়টি দারিদ্র্যকে প্রকট করে তুলেছে? ১
খ. বাংলাদেশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল বলা হয় কেন? ২
গ. পৃথিবীতে 'ক' ছকের দুর্যোগগুলো বার বার হওয়ার জন্য কোন বিষয়টি দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে 'খ' ছকের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৪▶ প্রভাগড় এলাকার কয়েকটি জলাশয় ভরাট করে স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। এলাকার কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাসী জীবনযাপন করছে। আর কিছু মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। গরীব মানুষ যেখানে-সেখানে মলত্যাগে অভ্যস্ত। কারণ তাদের মধ্যে শিক্ষার ছোঁয়া নেই বললেই চলে। এলাকার গুণীজনরা বলছেন, "এ বিষয়গুলো এড়াতে পারলে প্রভাগড় টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা পাবে।"
ক. এসডিজির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি করণীয় উল্লেখ কর। ১
খ. শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে টেকসই উন্নয়নের কোন ক্ষেত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের গুণীজনদের বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই কর। ৪

৫▶ 'ক' এলাকায় সরকার তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজ ও দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করল। এগুলোর অবকাঠামো বেশ পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো তৈরি করার সময়ে পরিবেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ স্থাপনাগুলো উঁচু মাত্রার ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। ভবনগুলোর উদ্বোধনকালে সরকারের একজন মন্ত্রী 'ক' এলাকার উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এলাকাবাসী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা আশা করলেন। কারণ তার মতে, উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়।
ক. কোন বিষয়টি সারা পৃথিবীবাসীকে শঙ্কিত করে তুলছে? ১
খ. বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের সম্ভাব্য একটি ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' এলাকায় সরকারের কার্যক্রম এসডিজি চার্টের কোন অভীষ্ট পূরণে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রীর মতামত মূল্যায়ন কর। ৪

৬▶ হযরত ওমর (রা.) এর ছেলে মদপান ও ব্যভিচারের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলেন। আইন অনুসারে ওমর (রা.) নিজ হাতে ছেলেকে দোররা মেরে হত্যা করেন। এছাড়া রাজকোষের অর্থ থেকে একবার সবার জন্য পাঞ্জাবীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে অর্থ পাঞ্জাবীর জন্য ধার্য করা হয় তাতে ছোট একটি পাঞ্জাবী হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ওমর (রা.) এর গায়ের পাঞ্জাবী বড় হওয়ার কারণে তাকে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হয়। মূলত ওমর (রা.) এর ছেলের অংশ তাকে দেওয়ার কারণে তার একটি বড় পাঞ্জাবী হয়েছিল।
ক. মৌলিক চাহিদা বলতে কোন চাহিদাকে বোঝানো হয়? ১
খ. ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হলেই বাংলাদেশ উক্ত কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করবে'— মতটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

৭▶ পটেরখাল এলাকার চেয়ারম্যান সরকারের দেওয়া গরিবের অর্থ, ত্রাণ ও বিভিন্ন ভাতার অর্থ আত্মসাৎ করছেন। এলাকার কোনো ধরনের উন্নয়ন কাজে তিনি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। জনগণের চাওয়া পাওয়ার কোনো মূল্য তার কাছে নেই। অথচ তার এলাকার নারীরা বেশ দাপটের সাথে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে। এক সাথে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং যথেষ্ট স্বাধীনতাও ভোগ করছে। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নারীরা সহায়তা পাচ্ছে।
ক. বাংলাদেশ কীসের নিরিখে এগিয়ে যাচ্ছে? ১
খ. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামষ্টিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পটেরখাল এলাকার চেয়ারম্যানের প্রথম কাজ বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের কোন ফল লাভের অন্তরায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পটেরখাল এলাকার চেয়ারম্যানের শেষোক্ত কাজ বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের সম্ভাব্য সমগ্র ফল লাভের সহায়ক নয়"—মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

৮▶ ১. অসমতা হ্রাস।
২. দারিদ্র্য বিলোপ।
৩. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত।
৪. জলবায়ুর প্রভাব প্রতিরোধ।
ক. টেকসই উন্নয়নের একটি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ কর। ১
খ. অংশীদারিত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোন সংস্থা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সফল করতে ১নম্বর বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯▶ রাশেদুল ইসলাম একটি এনজিও-তে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানটির অধীনে তিনি একটি প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। এতে এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। এতে এলাকার দরিদ্র লোকদের আয় বাড়ছে। তিনি সেখানে কিছু নলকূপ স্থাপন করায় জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। তিনি উক্ত এলাকায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেও কাজ করে যাচ্ছেন।
ক. কত সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে? ১
খ. টেকসই উন্নয়নে সবার অংশীদারিত্ব প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রাশেদুল ইসলামের কাজের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত কোন বিষয়টি অর্জিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকার উন্নয়নে রাশেদুল ইসলাম উক্ত বিষয়ের আর কোন কোন লক্ষ্যের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন? মতামত দাও। ৪

১০▶ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূ-স্থির যোগাযোগ উপগ্রহ। এটি ১১ মে, ২০১৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রধানত টিভি চ্যানেলগুলোর স্যাটেলাইট সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এ উদ্যোগটি কার্যকর করল। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে লাল-সবুজের বাংলাদেশ মহাশূন্যে গৌরবময় স্থান দখল করে।
ক. কত সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠবে? ১
খ. আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের উদ্যোগটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রম সফল করতে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উক্ত কার্যক্রম সফল করার জন্য উদ্দীপকের বিষয়টি যথেষ্ট? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১▶ ট্যানারির তরল বর্জ্যে বিষাক্ত এখন সাভারের চামড়া শিল্প এলাকা। এছাড়া ট্যানারির বর্জ্য মিশছে ধলেশ্বরী নদীর পানিতে। চামড়া পরিশোধনের কেমিক্যালযুক্ত পানি নদীতে ফেলার কারণে পানিতে দুর্গন্ধ হচ্ছে। এ দুর্গন্ধে এলাকার মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের শরীরে নানা ধরনের রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নদীর পানির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যাচ্ছে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
ক. মূলত কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে এসডিজির উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? ১
খ. পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা টেকসই উন্নয়নে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি জাতিসংঘের কোন কার্যক্রম সফল করার পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে উদ্দীপকের বিষয়টিই একমাত্র অন্তরায়? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	গ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ঘ